MAR. 0 5 2000

ভোরের কাগজ

তারিখ ......
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...২...

১০২

এসএসসি : দ্বিতীয় দিনেও ৫ হাজার পরীক্ষার্থী, ২০ শিক্ষক বহিষ্কার

গণনকল অব্যাহত, বিভিন্ন কেন্দ্রে বিডিআর মোতায়েন, সংঘর্ষে আহত ৬৭, গ্রেপ্তার ৪৪

কাগজ প্রতিবেদক : পাঁচটি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে গতকাল শনিবারও দেশের প্রায় সর্বত্র অবাধে নকল চলেছে। কোনো পরীক্ষা কেন্দ্রে বড়ো ধরনের গোলযোগের খবর পাওয়া না গেলেও বেশ কিছু কেন্দ্রে নকল সরবরাহকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে পুলিশসহ বেশ কয়েকজন বহিরাগত আহত হয়েছে। একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে পুলিশকে ৬ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুড়তে হয়। কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে বিডিআরও মোতায়েন করা হয়। তবে বোর্ড সূত্রগুলো জানায়, প্রয়োজনে আরো কেন্দ্রে বিডিআর মোতায়েন করা হবে।

নকল সরবরাহ, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ, ভুয়া পরীক্ষার্থীসহ বিভিন্ন কারণে গতকাল ৪৪ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। কয়েকটি কেন্দ্রে নকল সরবরাহকারী বহিরাগতরা এবং বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীরা হামলা ও ভাঙচুর চালায়। এ ছাড়াও ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি ভাঙচুর, শিক্ষিকাকে নিগৃহীত করার ঘটনা ঘটে। দিনাজপুরে একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে গোলযোগ সৃষ্টির কারণে ৬০০ পরীক্ষার্থী ঠিকমতো পরীক্ষা দিতে পারেনি।

গতকাল ছিল এসএসসির ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষা। এদিন ৫ শিক্ষা বোর্ডে ৪ হাজার ৬৪১ জন পরীক্ষার্থীকে নকল করার দায়ে বহিষ্কারের খবর পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ৯৮১ জন, রাজশাহী বোর্ডে ২ হাজার ১২৯ জন, যশোর বোর্ডে ৭২০ জন, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৩০৩ জন এবং কুমিল্লা বোর্ডে ৫০৮ জন। এ ছাড়াও নকল সরবরাহসহ বিভিন্ন অনিয়মের কারণে ২০ জন শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়। বিভিন্ন সংঘর্ষে সাংবাদিক ও পুলিশসহ ৬৭ জন আহত হয়।

শাহজাদপুর প্রতিনিধি কবীর আজমল জানান, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর থানার পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিন নকল সরবরাহের ছবি তোলার কারণে ভোরের কাগজ ও সংবাদ-এর প্রতিনিধিকে আটক করে রাখার খবর প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল রাজশাহী বোর্ডের চেয়ারম্যান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, সচিবসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা গতকাল ওই কেন্দ্রে যান। তাঁরা সারাদিন পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে ৮৪ জন পরীক্ষার্থী ও ৫ জন শিক্ষককে নকল করা ও নকল সরবরাহ করার দায়ে বহিষ্কার করেন। বহিষ্কৃত শিক্ষকরা হলেন : রফিকুল ইসলাম সিরাজী (পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়), আমিনুল হোসাইন, এনামুল হক (পোতাদিয়া স্কুল), আব্দুল হামিদ (পুঠিয়া স্কুল) ও আবদুল হামিদ (নুকালী স্কুল)।

● এরপর - পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

এসএসসি দ্বিতীয় দিনেও ৫ হাজার

● প্রথম পাতার পর

এ ছাড়াও শাহজাদপুরের আরো চারটি পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে গতকাল ৮৩ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে গতকাল নকল সরবরাহকারীদের জনস্রোত ঠেকাতে পুলিশ লাঠিচার্জ করলে নকল সরবরাহকারীরা পাল্টা পুলিশের প্রতি ইটপাটকেল ছুড়তে থাকে। বেশ কিছু অভিভাবকও এ সময় পুলিশের পক্ষ নিয়ে নকল সরবরাহকারীদের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এ ঘটনায় ১০/১২ জন পুলিশ ও ৩০ জন নকল সরবরাহকারী সামান্য আহত হয়। এ কেন্দ্রে পুলিশ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে নকল সরবরাহে বাধা দেওয়ায় একদল উচ্ছৃঙ্খল যুবকের হামলায় একজন পুলিশ কনস্টেবল আহত হয়েছে। আহত কনস্টেবলের নাম মোকসেদ। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়ে বহিরাগত এক শিক্ষকসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পটুয়াখালী প্রতিনিধি জানান, সুবিদখালী আর কে বিদ্যালয় উপকেন্দ্রের বাইরে নকল সরবরাহ নিয়ে বহিরাগত দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে ১০ জন আহত হয়। এদিকে বাউফল পরীক্ষা কেন্দ্রে একজন পরীক্ষার্থীকে নকলের দায়ে বহিষ্কার ও গ্রেপ্তার করা হয়।

কুমিল্লা প্রতিনিধি জানান, গত শুক্রবার ভোরের কাগজ-এ চৌদ্দগ্রাম থানা সদরের এইচ জে পাইলট হাইস্কুল কেন্দ্রে গণনকলের সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশের পর স্কুল কর্তৃপক্ষ পশ্চিমদিকে মূল ভবনের পেছনের ১২টি জানালার মধ্যে ছয়টি জানালা ইট-সিমেন্টের দেয়াল তুলে বন্ধ করে দিয়েছে। এ সকল জানালা পথে বিপুলসংখ্যক বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের অবাধে নকল সরবরাহ করতো। স্বল্পসংখ্যক পুলিশ আগের মতোই কেন্দ্রে ডিউটি করে। সাংবাদিক দেখে গতকাল একজন পুলিশ একটি খোলা জানালা দিয়ে নকল সরবরাহকারীদের সরে যাওয়ার জন্য তাড়া দেয়। তবে পুলিশের উদ্যোগ বিফলে যায়। বিদ্যালয়ের ছয়টি জানালা বন্ধ করে দেওয়ায় নকল সরবরাহকারীরা সাংবাদিকদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে।

ভোলা প্রতিনিধি জানান, সুধীর কুমার দাস চরফ্যাশন পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল সরবরাহের অভিযোগে শিক্ষক অহিদুরকে বহিষ্কার করা হয়। ভোলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ওই শিক্ষককে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন। পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ধামরাই প্রতিনিধি জানান, ভালুম এ আর খান স্কুল ও কলেজ কেন্দ্রে নকল সরবরাহকারীদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে তাদের পাল্টা হামলা ও ইটপাটকেল নিক্ষেপে চারজন পুলিশ আহত হয়। এ ঘটনায় কলেজ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে পুলিশ দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করে। এ সময় ওসি ঘটনাস্থলে গিয়ে বাইরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলেও কেন্দ্রের ভেতর অবাধে নকল চলে।

নীলফামারী প্রতিনিধি জানান, জলঢাকা পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল সরবরাহের অভিযোগে মুছা (১৬) নামে এক কিশোরকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেলার শহর ও গ্রামাঞ্চলের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে অবাধে নকল হয়।

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি জানান, ভুয়া রেজিস্ট্রেশন কার্ডের মাধ্যমে এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার অভিযোগে ১২ জন ছাত্রীসহ মোট ২১ জন পরীক্ষার্থীকে গতকাল গ্রেপ্তার করা হয়। টাঙ্গাইলের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ফয়জুর রহমান চৌধুরী ধনবাড়ী পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনের সময় একজন পরীক্ষার্থীর প্রবেশপত্র পরীক্ষা করে সন্দেহ হলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সে জানায়, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কর্মচারীদের সহায়তায় তারা অনেকেই ভুয়া রেজিস্ট্রেশন কার্ড দিয়ে ধনবাড়ী গাড়াকলি আদর্শ বিদ্যালয় থেকে ফরম ফিলাপ করেছে। পরবর্তী সময়ে ঐ কেন্দ্র থেকে ২১ জন পরীক্ষার্থীকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হচ্ছে : আকলিমা খাতুন, জায়েদা খাতুন, মর্জিনা, মোর্শেদা খান, শরিফা খাতুন, রফিজ উদ্দিন, রফিকুল ইসলাম, কামরুল হোসেন, হারিস উদ্দিন, মরিয়ম, ফাতেমা খান, আলেয়া, নার্গিস, কল্পনা খাতুন, সানজিদা আখতার, ফেরদৌস আলম, সেলিম, আবদুল হামিদ, সাইদুর রহমান, মুফাজ্জল হোসেন ও সুলতানা রাজিয়া।

চট্টগ্রাম অফিস জানায়, গতকাল চট্টগ্রাম বোর্ডের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ৩৬০ জন পরীক্ষার্থী ও ৫ জন শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়। রাউজান ও ফটিকছড়িতে গতকালও ব্যাপক নকল হয়। ফটিকছড়ির বিভিন্ন কেন্দ্রে বেশকিছু অবাঞ্ছিত ব্যক্তি খবরদারি করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সাঁথিয়া প্রতিনিধি জানান, পাবনার সাঁথিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের হল সুপার ও নাড়িয়াগদাই উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আফতাব উদ্দিন নিজের মেয়েকে নকল সরবরাহ করতে গিয়ে থানা নির্বাহী অফিসারের হাতে ধরা পড়েন। তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

সাভার প্রতিনিধি জানান, সাভার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পুলিশের কয়েকজন কনস্টেবলের বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে নকল সরবরাহের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গফরগাঁও প্রতিনিধি জানান, ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে এসএসসির নকলপ্রবণ পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রশাসন স্থানীয় সাংবাদিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে। অথচ ৩০/৪০ জন ছাত্র ও যুব নেতাকে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢোকার জন্য গফরগাঁও কেন্দ্র সচিব এ কে এম মুছলেহ উদ্দিন শেখের স্বাক্ষরকৃত প্রবেশপত্র দেওয়া হয়েছে। ঐ বহিরাগতদের জন্য পরীক্ষার্থীরা সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা দিতে পারছে না বলে পরীক্ষার্থীরা কেন্দ্র সচিব ও থানা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছে।

মাগুরা প্রতিনিধি জানান, মাগুরার জেলা প্রশাসক এ কে এম রফিকুল ইসলাম জেলার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোকে 'নকলমুক্ত' বলে ঘোষণা করে ব্যানার ঝুলিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দুদিনে মাগুরায় নকল করার দায়ে ৬৩ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়।

উল্লাপাড়া প্রতিনিধি জানান, সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলে সহায়তা করার জন্য একজন পরিদর্শককে বহিষ্কার করা হয়।

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি জানান, ময়মনসিংহে নকল ঠেকাতে অবশেষে ত্রিশাল ও ফুলবাড়ীয়া থানার কেন্দ্রগুলোতে বিডিআর মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া পরীক্ষা চলাকালে ত্রিশাল নজরুল একাডেমী ও গৌরীপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে আটজন বহিরাগতকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

পাবনা প্রতিনিধি জানান, ফরিদপুর থানার ডেমরা উচ্চ বিদ্যালয়ে দায়িত্বরত ম্যাজিস্ট্রেট নকলের দায়ে বেশ কয়েকজন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করলে বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থী ও বহিরাগতরা কেন্দ্রে হামলা ও ভাঙচুর করে। তারা ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়িও ভাঙচুর করে। এতে বেশকিছু সময় পরীক্ষা বন্ধ থাকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ছয় রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে।

দিনাজপুর প্রতিনিধি জানান, পরীক্ষায় নকল করতে না দেওয়ায় দিনাজপুরের চিরির বন্দর পাইলট হাই স্কুল কেন্দ্রে সৃষ্ট গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে ৬০০ পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা ভণ্ডুল হয়ে গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করলে উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদের হামলায় একজন পুলিশ কনস্টেবল গুরুতর আহত হয়। এ ঘটনার জের ধরে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের হামলায় দিনাজপুর শহরের কলেজিয়েট গার্লস স্কুল কেন্দ্রে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী গুল বেগম নিগৃহীত হন। সেখানে ব্যাপক ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

জেলা প্রশাসনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র জানায়, পরীক্ষা চলাকালে নকল রোধ করতে গিয়ে চিরির বন্দর পাইলট স্কুল কেন্দ্রের মানবিক বিভাগে প্রথমে গোলযোগের সূত্রপাত ঘটে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ব্যাপক ভাঙচুরের পাশাপাশি আটটি উত্তরপত্রে (পরীক্ষার খাতা) আগুন ধরিয়ে দেয়। এ পর্যায়ে পুলিশ বিক্ষুব্ধদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করলে গোলযোগ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ৬০০ ছাত্র নৈর্ব্যক্তিক অংশের পরীক্ষা দিতে পারেনি বলে জানা যায়।

গতকাল জেলার ২৭টি কেন্দ্রের মধ্যে ২৪টি কেন্দ্রের ২৪৭ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হয়েছে। এছাড়া বীরগঞ্জ পাইলট হাই স্কুল কেন্দ্রে টিএনও নির্মলচন্দ্র সরকার ও আঃ লতিফ নামে দুজন শিক্ষককে বহিষ্কার করেছেন।

রাজশাহী প্রতিনিধি জানান, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীন ১৬টি জেলার মধ্যে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ২ হাজার ২৬ জন পরীক্ষার্থীকে গতকাল শনিবার বহিষ্কার করা হয়। এছাড়া নকল সরবরাহের দায়ে সাতজন শিক্ষককেও বহিষ্কার করা হয়।

সিলেট অফিস জানায়, বিশ্বনাথ থানার রামসুন্দর অগ্রগামী উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে শিক্ষকদের সহায়তায় পরীক্ষার্থীরা অবাধে নকল করছে। নকলে সহায়তা করায় গতকাল সাফাতউল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক জাহাঙ্গীরকে বহিষ্কার করা হয়।

নওগাঁ প্রতিনিধি জানান, নওগাঁয় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে রাণীনগর কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের মোমবাতি জ্বালিয়ে পরীক্ষা দিতে হয়েছে। বৈদ্যুতিক সংযোগ থাকলেও বাল্ব ছিল না কেন্দ্রে। কাজেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের প্রায় ৫০ মিনিট মোমবাতি জ্বালিয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। একজন শিক্ষক নিজ উদ্যোগে একটি বাল্ব কিনে আলোর ব্যবস্থা করেন। কেন্দ্র সচিব কোনো ব্যবস্থা নিতে অস্বীকৃতি জানান। ঐ কেন্দ্রে নকল করার দায়ে পাঁচজনকে বহিষ্কার এবং নকল সরবরাহের দায়ে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নরসিংদী প্রতিনিধি জানান, মনোহরদি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে সিরাজুল ইসলাম নামে এক ভুয়া পরীক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বরিশাল প্রতিনিধি জানান, নকলের ছবি ও খবর পত্রিকায় প্রকাশের কারণে গতকাল এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল সরবরাহকারী ও দায়িত্বরত পুলিশরা সাংবাদিকদের ওপর ক্ষুব্ধ ছিল। হালিমা খাতুন বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রের কাছে স্থানীয় একটি পত্রিকার সাংবাদিক বাপ্পী মজুমদারকে একজন দারোগা পুলিশ প্রহার ও গালিগালাজ করে। বরিশাল ও গৌরনদীতে পুলিশ গণলাঠিচার্জ করলে সাংবাদিক ও মহিলাসহ ১০ জন আহত হয়। বরিশাল হালিমা খাতুন বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে পুলিশ ৩ জন নকল সরবরাহকারীকে গ্রেপ্তার করে।

আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর ও শিক্ষা বোর্ডগুলোর সূত্রে জানা গেছে, গতকাল নকলের অভিযোগে নীলফামারীতে ১০০, নরসিংদীতে ৯৮, জয়পুরহাটে ৬৯, সাভারে ১০, উল্লাপাড়ায় ৩৬, পাবনার বেড়ায় ১৫, নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে ৬১, [illegible]লকাঠিতে ১৬, দাউদকান্দিতে ২৫, [illegible]নায় ১৪৭, পটুয়াখালীতে ৫৩, কুমিল্লায় [illegible] সাতক্ষীরায় ৫৩, মতলব থানায় ১০৩, [illegible] ৩৭, ধামরাইয়ে ১৪, বরিশালে ৯৫, [illegible]য়ে ১৭২, চাঁপাইনবাবগঞ্জে ১৪৯, [illegible] ১০০, গাইবান্ধায় ১৮০, [illegible] ২৫, রংপুরে ২০৭, পঞ্চগড়ে [illegible] ৪০৪, দিনাজপুরে ২৬৫, [illegible]টোরে ৫৪, রাজশাহীতে [illegible]৪, কুষ্টিয়ায় ২৪৬ [illegible] বহিষ্কার করা হয়।